একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের সাহসী ও আত্মমর্যাদাশীল হতে শেখায়

স্থানীয় পর্যায়ে স্থায়িত্বশীল ও সার্বভৌম নাগরিক সংগঠন গড়ে উঠুক

participates in survival strategies of coastal poor

COAST Trust

ভূমিকা

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি রাষ্ট্র জন্মলাভ করে এবং শুধুমাত্র ধর্মীয় ভিত্তিতে দু'হাজার মাইল দূরের দুই দেশের ভিন্ন দুই জাতিকে নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে অনেকেই এই ধর্মভিত্তিক বিভাজন মেনে নিলেও ১৯৪৮ সালে যখন উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তখন বাংলাদেশে আপামর জনসাধারণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ১৯৪৮ সাল থেকে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" স্লোগানে আন্দোলন শুরু হলেও ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মূলত বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত হয়, এবং ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জন্মলাভ করে।

একুশে ফেব্রুয়ারি ও আত্মমর্যাদা

স্বাধীনতার চেতনার মূল বিষয়টিই হচ্ছে আত্মমর্যাদা। আত্মমর্যাদা মানে হচ্ছে, নিজের স্বাধীন সত্তা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও নিজেকে সম্মান প্রদর্শন করা। পদমর্যাদা বা আর্থিকভাবে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও, কিংবা সমাজে শ্রেণী বিভাজন থাকলেও মানুষ হিসেবে সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী। রাষ্ট্র ও সংবিধান সেই অধিকারকেই স্বীকৃতি দেয়। যে ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধ নেই, তারা স্বাধীনতার কথা চিন্তাও করে না।

আমরা কেন আত্মমর্যাদাশীল হব?

আমরা বেসরকারি সংগঠন হিসেবে দারিদ্র বিমোচন, সচেতনতা সৃষ্টি ও সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করি। এই বেসরকারি বা নাগরিক সংগঠনের সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে, তারা নিজের উদ্যোগে কাজ করেন। নিজ এলাকায়, নিজ সমাজে ইতিবাচক পরবির্তন আনার জন্যই তারা কাজ করেন। অনেকেই হয়ত এই কাজটাকেই তার জীবিকা হিসেবে নেন, আবার অনেকে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে করেন। কিন্তু, উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য। এ অর্থে, আমরা একটা মহান ব্রত নিয়ে কাজ করি। এই মহান ব্রত নিয়ে কাজ করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি হচ্ছে সাহস ও আত্মমর্যাদা। মানুষের আচরণ ও সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা সবচেয়ে কঠিন কাজ। এই গুণাবলি ছাড়া সে পরিবর্তন আনা প্রায় অসম্ভব।

ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরি তার "পিডাগগি অব অপ্রেসড" (১৯৬৮) গ্রন্থে বলেছেন, ভিক্ষাবৃত্তির চেয়ে আত্মমর্যাদা হানিকর আর কিছু নেই। যখন মানুষ তার পরিস্থিতি মেনে নেয়, পরিবর্তন সম্ভব নয়- এটা বিশ্বাস করে ফেলে, তখনই তারা ভিক্ষাবৃত্তির পর্যায়ে নেমে যায়। তিনি বলেছেন, পরিবর্তনকামীরা যখন শাসকের আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে, তখন বুঝতে হবে তারা সাহস ও আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। এই উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলন অনেক জোরদার থাকলেও অনেকেই বৃটিশের তাঁবেদারি করত এবং বৃটিশদের অনুকম্পা লাভের আশায় তারা নিজেকে বৃটিশরাজের সেবক, দাসানুদাস হিসেবে আখ্যায়িত করত।

১৯৫২ সালে পাকিস্তানের অখণ্ডতার ফাঁকা বুলি উপেক্ষা করে আত্মমর্যাদার দাবিতে, স্বাধিকারের দাবিতে বাংলার মানুষ ফুঁসে উঠেছিল। এখানেই একুশে ফেব্রুয়ারির সাথে আমাদের সম্পর্ক, এ কারণেই তা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা।

স্থানীয়করণ আন্দোলনের সাথে আত্মমর্যাদার সম্পর্ক

বিডিসিএসও প্রসেস তার যাত্রাই শুরু করেছে আত্মমর্যাদাশীল নাগরিক সমাজ গঠনের দাবিতে। কেন আমরা এই কথা বলছি? সারা পৃথিবীতে নাগরিকদের সংগঠন (সিএসও) ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়। কেউ না ডাকলেও তারা নিজের উদ্যোগে, নিজের অর্থ, পরিশ্রম ব্যয় করে সমাজের জন্য কিছু করতে উদ্যোগী হয়ে সংগঠন গড়ে তোলেন। তারা সাহসী, আত্মমর্যাদাশীল। তারাই সমাজ পরিবর্তনের পথ প্রদর্শক।

আমরা লক্ষ্য করেছি, আমাদের দেশে এই নাগরিক সংগঠনসমূহকে তহবিল প্রদানের কাঠামোগত পদ্ধতি ও চর্চার মাধ্যমে অনেক সময় আত্মমর্যাহীন করে রাখা হয়। অধীনস্ত করে রাখা হয়। তহবিল পাবার আশায় অনেকে বুঝে না বুঝে তোষামোদকারীর ভূমিকায় নামেন। তহবিল প্রদানকে অধিকার ভিত্তিক ও চাহিদাভিত্তিক না রেখে একটা ক্ষমতাকাঠামো কেন্দ্রিক করে রাখা হয়, যা একটি ঔপনিবেশিক চর্চাকে জিইয়ে রাখে। একে বলা হয় তহবিলের উপনিবেশবাদ (Aid Colonialism)। এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনের মধ্যে দুর্বলতা ঢুকিয়ে

দেয়া হয় যে তাদের কোন সামর্থ নেই। একে বলা হয় প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদ (Institutional Racism)।

আমাদের মনে রাখতে হবে, তহবিল প্রদান কখনই কোন দাতা সংস্থার দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়। এটি দরিদ্র, অবহেলিত ও আক্রান্ত মানুষের অধিকার। এর ভিত্তিতেই বিডিসিএসও প্রসেস শুরু থেকেই স্থানীয়করণের দাবিতে সোচ্চার। আমাদের কথা খুবই সরল, যে অঙ্গিকার দাতা সংস্থাসমূহ করেছে, সেটা তাদের মনে করিয়ে দেয়া। তারা কয়েকটি বৈশ্বিক দলিলের মাধ্যমে অঙ্গীকার করেছে, স্থানীয় সংগঠনে সরাসরি অর্থ প্রদানের হার ও ব্যবস্থা বাড়ানো হবে, অংশিদারিত্ব হবে সমতাভিত্তিক ও স্থায়িত্বশীল, জবাবদিহিতা হবে কমিউনিটি ও আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি, ভিন্নমতকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এসব দলিলের মধ্যে রয়েছে ‘গ্র্যান্ড বারগেইন’, ‘চার্টার ফর চেঞ্জ’, ‘প্রিন্সিপলস অব পার্টনারশিপ’, ‘ডেভেলপমেন্ট ইফেক্টিভনেস’ ও অন্যান্য। কিন্তু আমরা এর বাস্তবায়ন খুব কমই দেখি।

জবাবদিহিতা ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

নাগরিক যখন আত্মমর্যাদাশীল তথা অধিকার সচেতন হয়, তখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। এখানেই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একুশের চেতনায় বলীয়ান হয়েই আমরা বলতে চাই, দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব, যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ন্যায়বিচারভিত্তিক ভাবে কাজ করে। বাংলাদেশের নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও অনেক গণমুখী প্রতিষ্ঠান ও তাদের অনেক উত্তম চর্চা রয়েছে। নিজেদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারলেই আমরা অন্যের জবাবদিহিতা আদায় করতে পারব। সেই চাওয়া তখন হবে অনেক গৌরবের।

আন্তর্জাতিকতাবাদ ও একুশে ফেব্রুয়ারি

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার আগ পর্যন্ত এটি ছিল ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে ভাষা শহীদ দিবস। আমরা আত্মমর্যাদার বলে বলীয়ান ছিলাম বলেই সেদিন অন্যায় মেনে নিইনি। রাজপথে রক্ত দিয়েই আমরা আমাদের মুখের ভাষা ও কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি। নিজের ভাষা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায় করতে পেরেছি বলেই আমরা অন্য জাতিগোষ্ঠীর অধিকার ও তাদের আত্মপরিচয়ের সংগ্রামে বাধা হয়ে দাঁড়াই না। বরং তাকে উৎসাহ দেই।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস করার পেছনে বাংলা ভাষার জন্য আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের যেমন স্বীকৃতি রয়েছে, তেমনি রয়েছে পৃথিবীর সকল ভাষার প্রতি সম্মান। বিশেষ করে এতে মানুষের কথা বলার অধিকার, আত্মপ্রকাশের অধিকার (ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন) ইত্যাদিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

আমরা স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করলেও আমাদের দৃষ্টি হবে বিশ্ব মানবতার দিকে। পরিবর্তনের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় পর্যায়ের কাজকে বাধাগ্রস্ত করে এমন সকল স্থানীয়, জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্যও আমাদের কাজ করতে হবে। এইড কলোনিয়ালিজম বা ইন্সটিটিউশনাল রেসিজম জয় করতে হলে আমাদেরকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জ্ঞান আমাদের অর্জন করতে হবে।

উপসংহার

একুশে ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রাক্কালে আমরা বাংলা ভাষার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাব বলেই, আমরা নিজেদের সবার আগে আত্মমর্যাদাশীল ও সাহসী করে তুলতে প্রতিজ্ঞা করি। তারা যদি দেশের জন্য ভাষার জন্য নিজের প্রাণ দিতে পারেন, আমরাও আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হয়ে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে হব আপোষহীন।

কোস্ট ট্রাস্ট
ঠিকানা: মেট্রো মেলোডি (১ম তলা), বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা।
ইমেইল: info@coastbd.net ওয়েব সাইট: www.coastbd.net